আল-বাকারা | Al-Baqara | ٱلْبَقَرَة

আয়াতঃ ২ : ৯১

আরবি মূল আয়াত:

وَ اِذَا قِيلَ لَهُم اٰمِنُوا بِمَا اَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤمِنُ بِمَا اُنزِلَ عَلَينَا وَ يَكفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهٗ * وَ هُوَ الحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم ؕ قُل فَلِمَ تَقتُلُونَ اَنبِيَآءَ اللّٰهِ مِن قَبلُ اِن كُنتُم مُّؤمِنِينَ ﴿۹۱﴾

অনুবাদসমূহ:

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার প্রতি ঈমান আন'। তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি'। আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী। বল, 'তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক'? — আল-বায়ান

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ঈমান আন'; তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আমরা বিশ্বাস করি'। অথচ পরবর্তী কিতাবকে (কুরআনকে) তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন তোমরা পূর্বে নাবীদেরকে হত্যা করেছিলে'? — তাইসিরুল

এবং যখন তাদেরকে বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বিশ্বাস কর তখন তারা বলেঃ যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তা'ই বিশ্বাস করি এবং তা ছাড়া যা রয়েছে তা অবিশ্বাস করি; অথচ এ গ্রন্থটি সত্য, তাদের কাছে যা আছে এটা তারই সত্যতার প্রতিপাদক। তুমি বলঃ যদি তোমরা বিশ্বাসীই ছিলে তাহলে ইতোপূর্বে কেন আল্লাহর নাবীগণকে হত্যা করেছিলে? — মুজিবুর রহমান

And when it is said to them, "Believe in what Allah has revealed," they say, "We believe [only] in what was revealed to us." And they disbelieve in what came after it, while it is the truth confirming that which is with them. Say, "Then why did you kill the prophets of Allah before, if you are [indeed] believers?" — Sahih International

৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আনো, তারা বলে, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা কেবল তাতে ঈমান আনি। অথচ এর বাইরে যা কিছু আছে সবকিছুই তারা অস্বীকার করে, যদিও তা সত্য এবং তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়নকারী। বলুন, যদি তোমরা মুমিন

হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে?(১)

১. আমরা শুধু তাওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না, ইয়াহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি যা (তাওরাত) আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এ থেকে প্রতিহিংসা বুঝা যায়। এর পরিস্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ তা'আলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কুরআনুল কারীম, যা তাওরাতেরও সত্যায়ন করে। সুতরাং কুরআনুল কারীমকে অস্বীকার করলে তাওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর সকল গ্রন্থের মতেই নবীদের হত্যা করা কুফর! তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন নবীকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তাওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করেছ। এভাবে কি তোমরা তাওরাতের সাথেই কুফরী করনি? সুতরাং তাওরাতের প্রতি তোমাদের ঈমান আনার দাবী আসার প্রমাণিত হয়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তির দ্বারা ইয়াহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। [মাআরিফুল কুরআন]

তাফসীরে জাকারিয়া

৯১। যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে বিশ্বাস কর, তারা বলে আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি [1] আর তা ছাড়া সব কিছুই তারা অবিশ্বাস করে; যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে? [2]

[1] অর্থাৎ, তাওরাতের উপর আমরা ঈমান রাখি, কাজেই আর কুরআনের উপর ঈমান আনার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই।

[2] অর্থাৎ, তাওরাতের উপর তোমাদের ঈমান রাখার দাবীও সঠিক নয়। যদি তাওরাতের উপর তোমাদের ঈমান থাকত, তাহলে তোমরা আম্বিয়াদেরকে হত্যা করতে না। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এখনো তোমাদের অস্বীকার কেবল হিংসা ও শত্রুতার কারণে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন